



কিংবদন্তি নয়, শ্রেফ এক Gillette জীবন

এক ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে আট বছর — সেখানে তিনি ঢুকেছিলেন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে — তাঁর ভিত গড়ে দিয়েছিল। সম্যাসিনীরা শৃঙ্খলা আর কড়াকড়ি দিয়ে তাঁর চরিত্র আর নীতিবোধ গড়তে চেয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন যে শ্রদ্ধা, সময়নিষ্ঠা আর দেওয়া কথা — এগুলো স্বাধীনতারই একেকটা রূপ। পরে তাঁর গর্ভধারিণী মা-ও চেষ্টা করেছিলেন, খুব একটা সফল হননি।

তারপর এল সেই নম্বর, যার পরে কারও বেঁচে থাকার কথা নয়: ইতালীয় ভাষায় ফেল। স্কুলের সাধারণ একটা ভুল নয়, এমন এক পতন, যা অনেককেই থামিয়ে দিত।

তাঁকে নয়।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা বেছে নিলেন উঠে দাঁড়ানো আর সবকিছু নতুন করে লেখা: নিজের গল্প, নিজের নিয়তি, এমনকি সেটা বলার ধরনটাও।

ওই অভিজ্ঞতা থেকেই এল সেই জিনিস, যাকে অনেকে বলে স্টাইল আর আভিজাত্য। ভান নয়। জীবনের কোনো নিয়ম নয়। বরং জগতে থাকার একটা ভিন্ন ধরন, হকের বাইরে।

তেরো বছর বয়সে তিনি রাগবি আবিষ্কার করলেন, আর দশ বছর ধরে সেটাকে কাজের পাশাপাশি বয়ে নিয়ে চললেন। ওই মাঠ থেকে শিখলেন সহ্যশক্তি, ত্যাগ, আর দলের নীরব শক্তি।

তেত্রিশ বছর ধরে তিনি বিবাহিত, তিন সন্তানের বাবা।

পেশাজীবন তাঁকে নিয়ে গেছে ইতালির সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। Gillette Italia আর তার অধীন কোম্পানিগুলোর বিক্রয় বিভাগে আঠারো বছর কাটানোর পর তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নিলেন, যা তাঁর জীবন বদলে দেবে। মাকে ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দুনিয়ায়, নতুন পেশাগত অভিজ্ঞতার খোঁজে, আর কাজ করলেন পঁয়ষট্টিটা দেশে, পাঁচটা ভাষায়।

ইতালিতে ফিরলেন নিজের পরিবারের টানে। কিন্তু সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল আরেকটা, অপ্রত্যাশিত পেশা: আসামি।

আঠারোটা ফৌজদারি ও প্রশাসনিক মামলা। সব মিলিয়ে পঁচাশি বছরের কারাদণ্ডের আর্জি।

অথচ আদালতগুলো বারবার একই বাঁধা বুলি আউড়ে গেল:

বেকসুর খালাস — কাজটি কোনো ফৌজদারি অপরাধ নয়।

তিনি বরাবরই তথ্যের মানুষ। প্রমাণের ভার তিনি নিজেই তুলে দিয়েছিলেন সরকারি কৌঁসুলিদের হাতে — কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেননি।

অনানুষ্ঠানিক তর্জমাটা যেন প্রতিবার একই দাঁড়াত: “আমরা দুঃখিত, কিন্তু আপনি কী করেন, কীভাবে করেন, কেনই বা করেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনাকে আমরা বাকিদের সঙ্গেই ফাইলবন্দি করেছিলাম। মুশকিল হল, আপনি বাকিদের মতো নন।”

ঠিক যখন মনে হচ্ছিল সব বাড় পেরিয়ে গেছে, তখনই এল পরের চ্যালেঞ্জ।

হাসপাতাল।

ছ-বার ক্লিনিক্যাল কোমা। প্রত্যাশিত আয়ু আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে বড়জোর তিরিশ দিন। আর প্রতিবার, তাঁর বিছানার পাশে, শোয়ানো থাকত একটা কফিন।

তিনি সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

হাসতেন।

আর প্রতিবার ওটাকে ওখানেই ফেলে রেখে আসতেন।

একদিন তো অন্ত্যেষ্টি সংস্থার বিলও এসে হাজির।

শববাহী গাড়ির 6 বার থামা। শবাধার সংরক্ষণ। দুই খোলের, XXL মাপের। তিরিশ ঘণ্টা আটকে থাকা আটজন শববাহক। ওঠানো-নামানো আর অপেক্ষার খরচ। কর আর ভ্যাট। 3,500 ইউরো।

বুঝতে বেশি সময় লাগেনি যে তাঁর সাহিত্যের জন্ম নেওয়ার এটাই আদর্শ মুহূর্ত।

অন্যেরা যেখানে বাধা দেখে, তিনি সেখানে দেখেন বিস্ফোরণ।

শেখার, সমাধান করার, বদলে দেওয়ার সুযোগ।

যেমন সেই বার, যখন তিনি Amazon-এর অ্যালগরিদমটাকে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন: এমন এক ঘটনা, যার জন্য বেশির ভাগ মানুষকে চড়া দাম দিতে হত, অথচ তাঁকে তা এনে দিল বেজোসের সই করা একটা উপহার।

স্বাধীনতা।

এই জীবন থেকেই এল gillettenarrative.com, একটিমাত্র ব্র্যান্ড আর একটিমাত্র উত্তরাধিকারকে ঘিরে গড়া এক সাহিত্য, সংগীত ও চলচ্চিত্রের প্রকল্প।

তার কেন্দ্রে আছে Gillette গাথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কপিরাইট অফিসে নিবন্ধিত পঞ্চাশ খণ্ড।

গোটা প্রকল্পটা বেঁচে আছে একটাই সরল দর্শনে:

আমরা বিক্রি করি না, প্রবেশাধিকার দিই।

আর সবাই খুঁজে চলেছে একই জিনিস।

ঠকবাজিটা। কারণ যে বিক্রি করে না, রোজগার করে না, টাকা তোলে না, সে নিশ্চয়ই কিছু একটা লুকোচ্ছে।

অন্তত ওদের মতে।

আমার পরিবার মনে করে আমি নিজের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছি। আনুষ্ঠানিকভাবে ওরা আমাকে পাগল বা উন্মাদ বলা এড়িয়ে চলে।

ওদের পছন্দ আরেকটু মার্জিত একটা শব্দ:

ভারসাম্যহীন।

হয়তো সত্যি।

হয়তো এই গল্পে যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি সত্যি আছে।

কিন্তু আমার মা Gillette আমাকে একটা সরল নিয়ম শিখিয়েছিল:

কিছু বিক্রি করতে চাইলে তোমার সামনে অনেক পথ খোলা, আর তার প্রথমটা, শেষটা নয়, হল সেটা বিলিয়ে দেওয়া।

একটা জিনিস অবশ্য নিশ্চিত।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা যদি লেখা থামাবেন, সেদিন শুধু তাঁর শব্দগুলোই থেকে যাবে না।

থেকে যাবে তথ্যগুলো।

আর সেই তথ্যের ভেতরে প্রত্যেকে খুঁজে পাবে তাঁর একটা টুকরো।

আর তিনি কে ছিলেন তা যে সত্যিই জানতে চায়, তাকে আদালতক্ষেত্র, হাসপাতালে, বইয়ে কিংবা কিংবদন্তিতে তাঁর খোঁজ করতে হবে না।

তাকে শুধু আশা করতে হবে, পৃথিবী যেন আরেকজনের জন্ম দেয়।

ফের্দিনান্দো